উৎপলকুমার বসুর পঁচিশটি সাম্প্রতিক কবিতা

[গত দু-এক বছরে লিখিত কিছু কবিতা এখানে আছে। প্রায় সবগুলিই অপ্রকাশিত। স্বতন্ত্র নামকরণের বদলে সংখ্যানুক্রমে লেখাগুলি সাজানো হল। —উৎপলকুমার বসু]

কবিতা, আমরা জানি, কোনও স্বয়ংসম্পূর্ণ বস্তু নয়।
কবিতা পাঠক এবং কবির মধ্যে এক প্রতিক্রিয়া-
সৃষ্টিকারী পদ্ধতি। এই পদ্ধতিকেন্দ্রিক চরিত্রের জন্য
কবিতায় ব্যাকরণ, শৈলী এবং নশ্বরতা তৈরী
হয়েছে। অপরদিকে প্রতিক্রিয়ার জন্মদাত্রী
বলে কবিতায় প্রাণ আরোপিত হয়।
কবিতায় আমরা প্রায়শ শ্বসিত বস্তু
বা 'অরগানিক' অস্তিত্বের চিহ্ন দেখে থাকি।
এই দুই কেন্দ্র— অর্থাৎ বস্তু ও প্রাণ,
ব্যাকরণ ও বিদ্রোহ, শৈলী ও প্রথামুক্তিকে জুড়ে
রয়েছে এক সেতু যার নাম নশ্বরতা।
কবিতার মৃত্যু হয়। লুপ্ত হয় তার ভাষা, সংকেত,
উপদেশ ও কলাকৈবল্য…

—উৎপলকুমার বসু

১.

লিখিত অনুমতি এসেছিল
তরঙ্গসকাশে
চাঁদ তার টুকরোগুলি জলে নিয়ে ভাসে

দুই পাড় সামান্য রশির
বাঁধনে সংযত
স্থ প্রাণীদের মতো

যা-কিছু চেয়েছি আমি
ঋণপত্রে, প্রত্যয়িত চিঠির নকলে—
তারা চলেছে সকলে

জলে ভেসে— এক সার
অক্ষরের ক্রমে,

চাঁদহাঁস সবার প্রথমে

২.

কী চৈতন্যসুধা
আমি করেছিলাম পান
করেছিলাম ক্ষুধা
নিবৃত্তি ও গান
গেয়েছিলাম সুরহীনা
হীনমন্যতার—
সে এক পাহাড়!

বাঘের আঘ্রান
সব্জী ও ভাতে,
জ্বালানী আঘাতে
শিখা লেলিহান,
ছায়ার মতন দীনা
দৃশ্য ও দৃশ্যমান যার
এ মৌন আহার।

রেখো মা দাসীরে
মনে, শিরোমন,
কপোল প্লাবিত নীরে, এই ধন,
এ-ঐশ্বর্য, এ-সংসারতীরে
বহু ক্ষুধা-সমারোহ, বহু তাপ,
আগুনউল্কির ছাপ— যার
ক্রীড়া স্তব্ধতার।

তাই গাই গান,
স্ফুট শব্দে—পাঠ-নিরন্তরে,
যদি বা কঠোরে
কোমলতা পায় স্থান,
তারার আলোর মত
এত দুর্গলিত ক্ষত— ভুলো না আমার
দেহ দেবতার।

৩.

উড়ন্ত ষাঁড়, গর্জসিংহমুখ,
শিশুকঙ্কাল, সাগরে অনল,
ফলবান মাছ, কাপড়সারস,
পিয়াসী শস্য, মরুনৌযান,
জন্মবিজন তৃষামন্দির
ঐ দেখা যায়, এসো হাত পাতি,
কৃতকরপুট, বলো জল দাও,

—এইসব নিয়ে হাসির ফোয়ারা

৪.

একদিন আমরা এইখানে মৃতদেহ সমাধি দিলাম আর এই রাষ্ট্রে ফিরে এল
বসন্তকাল
বিস্ফারচোখ মেয়েরা আর ধাতবকণ্ঠ পুরুষেরা গান গাইলে—
ওরা অভিশপ্ত বলেই ওদের গান গাইতে হয়,
ওদের গান শুনতে চায় আঁশ ও ঝিনুকের পাহাড়, প্রবালহাড় ও
জলে-ভেসে আসা নাবিকহীন, পরিত্যক্ত নৌকা—
কোথায় সে-সব লোকেদের মুখ
যারা ছিল অবিনশ্বর, একক এবং তুলনারহিত
আমরা যাঁকে নিবারণবাবু বলে ডাকছি উনি সে-ব্যক্তি নন,
শর্মিলাদি আমাদের দেখেও হাত নাড়ছেন না কারণ উনি
শর্মিলাদি নন,
হেয় বাতাসে ঝরে-পড়া পাতার সঙ্গে দলে দলে উড়ছে
সঙ্কেতবাহী পতঙ্গ,
তারা অক্ষর সৃষ্টি করে— উড়তে উড়তে তৈরী করে বাক্যবন্ধ
যা আমরা পাঠ করি,
পাঠান্তর হয়
উদ্ভট অনেক সংজ্ঞা তৈরী হয় যারা পরস্পরকে নাকচ করে,
আমরা তাই নিয়ে তর্ক করি
সম্ভবত এতদিনে বুঝতে পেরেছি ওরা কারা
যারা আমাদের আগে আগে এগিয়ে চলেছে—
বনবাসী অভিনেতা…যক্ষীপাথর…পিতলের মানুষ…

৫.

এইখানে আমি—
অর্ধোন্মাদ, বজ্রকলঙ্কিত,

উলঙ্গের মুখোমুখি
আরেক বিবস্ত্রা : বলি,

ভালোবাসা, সেকি ভুল ?
লিখে রাখি দেহতাপ, প্রসারমালিনী
এই ফুলবনে শুয়েছিল,
লিখে রাখি ঘাস
আধিক্য পেয়েছে,
লিখে রাখি কীট
মিথ্যা বলে থাকে, আর

নশ্বরতা বজ্ররূপবান

৬.

শ্বাসকষ্ট উঠলেই বুঝতে পারি ফুলডুঙরি পাহাড় আর বেশি দূরে নয়
নইলে এমন হাঁপাচ্ছি কেন ? কেন অষুধে সারে না ?
ঐ পাহাড়ের মাথায় উঠলে এ-বছর কী দেখব কে জানে—
যে-পাথরে আমরা সবাই নাম লিখেছিলাম সে-টি হয়ত
নিচে গড়িয়ে পড়ে গেছে,
যে-জলস্রোত লাফিয়ে পার হয়েছিলাম তাকে ঘুরিয়ে
চাষজমির দিকে নিয়ে যাওয়ার কথা ছিল—
যদি তাই হয়ে থাকে তবে আর তাকে আমি খুঁজে পাবো না,
এইসব ভাবি আর হাসপাতালের বিছানা শুকনো ডালপালায়,
ছেঁড়া কাগজে আর পরিত্যক্ত সাপের খোলসে ভরে ওঠে—
এত জঞ্জাল সরাবে কে ? আমি কি সময় করে উঠতে পারবো ?
আমি তো ফুলডুঙরি পাহাড়ে প্রায় পৌঁছে গেছি।
চেপারামের ঘরটা
এখান থেকে দেখা যাচ্ছে। আরেকটু পা চালিয়ে
উঠে গেলেই হয়

৭.

জেগে উঠেছে বাতাস তার পূর্বাপর নিয়ে
যেন আমার ছেলেবেলার কুসুমপুরে বিয়ে

ন-মাসিমার। হে শুকতারা, হে হিমতারাসকল,
ছড়ায় থাকো, ছন্দে থাকো, রৌদ্রবাহী জল

সাঁকোর নিচে জীবিত থাকো, ট্যাঙরা মাছও প্রাণী,
বস্তু শুধু শ্বাশুরীমাতা, তাঁর পানের বাটাখানি

বস্তুবাচক। বয়েস হল অনেক, হল বয়েস,
মানুষ বুড়ো, বৃক্ষ বুড়ো, বুড়ো আমার দেশ,

সোলার মধ্যে আগুন, আর আগুনপোড়া খড়,
হেসে বলি ওরে জামাই আমরা যে তোর ঘর

ন-মাসিটি নামেই মাসি, বোনের মত পাজি,
স্বর্গে যাবে, নরকে যাবে, হায়— কুসুমপুরেও রাজি

জন্মমতো চলে যেতে, যাবেন শ্মশানঘাট দিয়ে
সেথা জেগে উঠেছে বাতাস তার পূর্বাপর নিয়ে

৮.

কেলা, কেলাসিত, কেলামঞ্জরী, জলকেলী, আমি একেলা, কারবাইট কেলা, মিলিয়ে ফেলা, কেলাবেচা, রথদেখা—

আজ ত্রিশ বছর জাতির সেবায় নিয়োজিতম্, ত্রিক্কোমালী বেকারীভ্যান, সনেট মাইক, রুটিওয়ালা ওয়া-ওয়াসিম, দর্গা রোড, বাবাবনেট, টায়ারতন্ত্র, গোপন গ্যারেজ, ঝুটিওয়ালা পাখপাখালি, রথবাজার, কাচের কাপ, কাপের প্লেট, গয়গবাক্ষ খাঁচার মধ্যে, ট্যাপের জলে কপোতাক্ষ, দাঁড়ে-বসানো কপোত আর চঞ্চুহীন বুড়ো সারস—

হায় স্ফটিক, বহুমাত্রিক, রৌদ্রকেলাস, রাসায়নিক স্বজনদ্রবন, নেতাজি সুভাষ, মাটির মানুষ, সুতোর জুতো, খড়ের চালে সূর্যকিরণ, বাঁদর খেলায় সহ্যভালুক—

তেমন করে আসতে বলেছিলে ?

যা-কিছু বলো বিকেলবেলায় স্বীকার যাই, মেঘের আলো, জলের যাঁতা, বৃষ্টিভেজা, রৌদ্রভেজা স্বচ্ছ থালে শুকোতে দেওয়া রঙটুকু, জানলা-সিলে, আজও সরল, আলোতরল, না শুকোলে কে জানবে কোন্ বীজাণু, কোন্ চুম্বন, কোন্ কবিতা

৯.

উজ্জ্বল বালিশ আর মেঘে-ঢাকা লেপ
আঁধার গালিচা, ভুগ্গ গুগ্গুলু রুপালি
আগুনে পুড়ছে, কোটা থেকে এসেছে পাথর,
ভুপালের লাল ইঁট, নিচু জমিতে ত্রিকোণ
গৃহ আজও অসমাপ্ত, গাছ নিম ও ডালিম,
ডুমুরপাতার ছায়া চমৎকার, বাড়ি কবে শেষ হবে ?

কান্নাহীন হাসিকান্না— এ নাকি উত্তর

১০.

সান্ধ্য উমাকীর্তিবাবুর চরণাশ্রিত সঙ্গীত
গাই, নৃপেননায়েব, নারায়ণ
নাথ, মধ্যপদ নামের যাহার, উমাচরণবাবুর বেয়াই
কীর্তি রায়, হালতুবাসী, বর্তমানে শ্রীকাশীধামে,
আখড়াধারী, বলেন 'এ-সব গান-ফানে আর ক'দিন যাবে ?
মূলাধারে যে-পদ্মটি আছে তাহার ব্যবস্থাদি
কেমন বুঝছো ?' 'আজ্ঞে, আপনি ঠিক যেমনটি-সে
রেখে গেছেন তেমনি আছে, অস্পর্শমপশ্য,
নাকি ঐ-জাতীয় বিভেদকথা,'
বাবু, মানে কীর্তিবাবু, প্রীত হলেন, এ তো দোয়ারকিদের
ফাজলেমি নয়, হারমোনিয়াম টেনে নিয়ে রাগ-য়ে বসলেন,
বাঁয়া-তবলায় এই শ্রীযুত, নৃপেন্দ্রনাথ, সারেঙ্গীতে
বেণ্টুপুরী অঘোরচন্দ্র বাবাজীবন, দীর্ঘজীবন,
হেতুবাদী, যন্ত্রে দড়, বাঈজীদের ভেড়ুয়া ছিলেন,
বছর দশেক আগের কথা, এখন ওনার স্বাধীনবৃত্তি,
মেটেবুরুজে জাহাজ নামান, নিজের বাড়ি,
উমাবাবুর গাড়ি ওঁকে পৌঁছে দেবে, আমি কিন্তু
হেঁটে ফিরব, কাছেই নিবাস, আকাশে ঐ অত তারার
ভিতর দিয়ে হেঁটে হেঁটে বাড়ি ফিরব,
কারণ আমার কীর্তিবাবু জীবিত আছেন, উমাবাবুর অর্শকষ্ট,
তবে ও কিছু নয়

১১.

জিভ বের করে আমি দু-একটি বৃষ্টির ফোঁটা ধরে ফেলি।

সিকি ভাগ চামচে আমার পাচকপ্রতিম প্রাণ
ঐ ভাবে ঝোল টানে, বৃষ্টির সুরুয়া চাখে, বলে
আরেকটু হিঙ দিও, তারপর দমে রাখো, ততক্ষণে
কুসুমপুরের বনস্থলী অন্ধকার হয়ে যাক, কাঠকয়লার আঁচ
নিভে গিয়ে ছড়াক বিদ্যুত।

দূর মাঠে গ্রীষ্মসন্ধ্যা সরে গেলে, ভাবি
সেইসব সাপেরা কোথায় যারা শুধু জিভেই ছোবল কাটে

১২.

হ্যাল্লো, জে. ডি. ঘোষ, মাই ফ্রেন্ড, হাউ আর ইউ,
বাড়ির সব খবর, ছেলেপিলেরা, বৌমা,
এ-শর্মার কথা নাহয় উহ্য থাক, সল্ট লেকের
ও-সব ঠেকে যাচ্ছ-টাচ্ছ, হ্যাঁ, যা খরচ,
শালা গভরমেন্টের ইয়ে মারি, সিগ্রেটে ট্যাক্স,
লীকারে ট্যাক্স, সার-য়ে সার্ভিসিড, হাঃ. হাঃ,
গোবরে আবার ভর্তুকি কী হে, তা তুমি জে. ডি.
চেহারাখানা জবর রাখলে, এই বয়েসে, হবে না কেন,
কত বড় বাড়ির ছেলে, তোমার মেজদাবাবু
জার্মানিতেই রয়ে গেলেন, ছোট বোনটি কোন্ প্রদেশে,
টাটা-ভিলাই, নাতি হয়েছে, ভাবা যায় না,
সেই শ্যামলী, আমাদের সেই ছোট্ট শ্যামা, তবে তোমায়
খুলেই বলি, সেই বয়েসে, মানে সেই যেবার
নাসিক গেছি, শ্যামার সঙ্গে একটু ইয়ে,
না, না, প্রেম-ট্রেম নয়, সুন্দর চিঠি,
মনের কথা নীল কাগজে, দু-এক ফোঁটা কোলন-ছোঁয়া,
শেষ চিঠিটার জবাব দেয় নি, ভারী দেমাক,
আমিও কিছু কম যাই না, শ্যামার মতো সাত-দশটা
মেয়ে তখন পিছু নিয়েছে, পিতৃদেবের আলিপুরের
বাগানবাড়ি হাতে পেলুম, এয়ারলাইনস-য়ে নতুন চাকরি,
শ্যামার সঙ্গে দেখা হলে তবু আমার শেষ চিঠিটার
কথা তুলো, অবশ্যই সময় বুঝে,
ওটা কি হারিয়ে গেছে, নাকি পেঁছেছিল, জবাব দেয় নি,
গ্রীষ্মের এই নীল আকাশটুকু দেখলে কেবল মনে পড়ে,
ঐ-মতো নীল, হাল্কা কাগজ, বাঁয়ের দিকে বুটিকাটা

১৩.

এ-প্রাচীর বীজগণিতের, এ-কামান দুই সদৃশের
সমাহার, নিচে ব্যাসফসলের বৃত্ত, অশ্বী নদী,
আকাশে এখন যত মেঘ ভেসে যায়
তারা সমীকরণের মতো লঘু
ফটকের দু-পাশে কাঞ্চন লাবণ্যবন্ধনী
দেয়ালের উপরে জানালা, জয় হোক উদ্ভিদের,
আর সেই রমনীর যে-কিনা স্বয়ংক্রিয় লতার দ্বিতল
ডালপালা বেয়ে ঊর্ধে উঠেছিল

১৪.

এ-দেহ সুন্দর নয়, মন তাকে সাজায় সমুদ্ধে,
চন্দনবিষয়ে আর সাবানের জলীয় ফেনায়,
ক্ষতমুখ মলমে ঢাকে, কালশিটে প্রসঙ্গে বরফ
কিনে আনে, মন ঐ মতো শরীরকে ভালোবাসে,
উহ্য রাখে কিছু তার বদমায়েসির গল্প, কিছু গোপনচারিতা,
গত একুশে এপ্রিল রাতে কোথায় সে ছিল আজ আমরা তো জানি,
মন বোকা সেজে থাকে, যেন সাতে-পাঁচে নেই,
খুন-দেখা প্রতিবেশীদের মতো, শরীর সমস্ত বোঝে, ঠাট্টা করে,
দু-হাত উঁচুতে ছুঁড়ে গান ধরে— ভোলা মন, ভোলা মন রে আমার

১৫.

নভ, প্রভূত কিরণ ও অটুট
ঝিল্লী, তুমি কর্ণিকার, চোখ, মর্ষ
ধাতুখণ্ড, জলধৌতী, পুণ্য

শ্লাঘা, নাম ও দুইটি বীজে
যোগাযোগ, ক্রিয়ারূপ দ্রব্যদণ্ড
গহ্বরখোদিত

ধায় উঁচু শব্দে বেজে-ওঠা, নিচু শব্দে গীতময়
পিতলঘণ্টা, ছুটে আসে ঘামঝরা পুরুষ ও
লম্ফমান দুধঝরা রমণী,

তোমাদের ত্বকের চেয়ে শুভ্র এই যে কাণ্ডবাহী রস
তোমাদের ঘামের চেয়ে বিষময় এই যে সুরাসার

কর্মফুল ঐ দেহতাড়িত গাছে

যখন এক আকাশ থেকে নামে শিশির এবং
আরেক আকাশ থেকে নামে আগুন
তখন আমরা সবাই ফুলের গন্ধ পেয়ে থাকি
আমি, হরিতকী ফল ও বৃদ্ধ গোসাপ

ঈর্ষাসবুজ এই কৃষিক্ষেত, অন্ধকার আতস কাচের বন,
এরাই শস্য উৎপাদন করে, বৃষ্টি আনে, শীত চায়

১৬.

কথা-ভুলে-যাওয়া গানগুলি, তার মনে পড়ে সুর,
অশ্ববাবিত প্রস্তরপথে লোহার শব্দ, ছুটন্ত খুর,
রাত্রি বারোটা, শহরে মাতাল, পানের দোকান, সোডা ভাঙচুর,
আমি ভুলে গেছি কথা, সর্বজনীন এ-গান তাহলে স্মৃতিভারাতুর
উড়ন্ত ফুল

কোন্ কাননের ? লতা দোলনার ? জ্যৈষ্ঠরাতের ? সমাপ্তিপুর
ছেড়ে গেল ট্রেন, ত্রিতল কামরা, স্বল্প আসন, যাত্রী সুদূর,
লিখে রাখি, প্রিয়, অন্য ভাষায়, লুপ্ত ছায়ায়, আলোকবাদুড়
ঠোঁটে নিয়ে আসে ঠোঙার কাগজ, ভাঙা পেন্সিল, শায়িত শিশুর
একমাথা চুল

শহরে শিখেছি যথার্থ গান, প্রতিটি সুরের অন্ধ বিধুর
শোকার্ত ঘর চিনেছি শহরে, গলি ও বাজার, কথিত আঙুর,
যামিনীচারিতা ; গ্রাম থেকে আমি কী-ই বা এনেছি, কথায় প্রচুর
পিছুটান ছাড়া এবং এনেছি স্মৃতিবিভ্রম ভাষা-বিন্দুর
এতগুলি ভুল

১৭.

এই যে তোমরা যারা লাউপাতা হয়ে জন্মেছ তোমাদের মধ্যে এক হিলহিলে সবুজ সাপ ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমার হাঁকডাকে লোক জড়ো হয়েছে। ইঁট, লাঠি নিয়ে দৌড়ে এসেছে ওরা সাপটাকে মারবে বলে। আমি আঙুল তুলে স্পষ্ট তাদের দেখিয়ে দিচ্ছি ঐ যে চলে যাচ্ছে, দ্যাখো, লুকিয়ে পড়ল, আবার মাথা তুলছে, দু-একটি স্কুলের ছেলেমেয়েকে আমি এ-ও বোঝাতে সুরু করি, দেখতে পাচ্ছ, ঐ সাপ, লাউডগা, কেমন রঙে রঙ মিশিয়ে বেঁচে আছে, প্রকৃতির রহস্য। কিন্তু উপস্থিত সবাই হাসতে থাকে, দূর দূর, কোথায় লতাপাতা, কোথায় সাপ, ও তো গোপালদের বাড়ির লোকেরা, ঐ তো সারদা বাজার করে ফিরছে, জনার্দনবাবু কুকুর নিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছেন…

আশ্চর্য! আবার ভুল হল

১৮.

মৌলিক স্বাস্থ্যচর্চা করে যারা নাম কিনেছে তাদের সঙ্গে দু-এক বছর আমি হা-হা হি-হি করে বুঝেছি যে নতুন মেম্বারদের স্বেদবিন্দু বলে ডাকলে চটে যায় এবং বলে— রাখুন আপনাদের ও-সব ন্যাকা ন্যাকা বাংলা কথা, আমাদের সার বলুন, মাস্টার বলুন, ওদিকে কোচেন্দ্রমশাই শিখিয়ে দিয়েছেন ওদের ঘাটের মড়া বলে ডাকবি, প্যারালাল-বার ছুঁতে দিবি না আর নিজেদের জামাজুতোর দিকে সর্বদা নজর রাখবি, শালারা মহা হারামী, বাপ চোর, মা চোর, নিজেদের জন্মের ঠিক নেই, সবাই তো আর কেশববাবু নয়, (দু-হাত কপালে ছুঁইয়ে) রোজুবাবু নয়, আর এই আরেক শালা কাগের উৎপাতে, নতুন-কেনা গামছাটা পর্যন্ত তুলে নিয়ে গেল, সন্ধ্যালে বড় এক গ্লাস দুধে ছ-টা আস্ত মুরগির ডিম গুলে, বাপ্‌স, আর বলবেন না গুরু, শুনেই মনে হচ্ছে দেড়-শ কেজি লোহা তুলে ফেললুম, দুর ব্যাটা, ডিমে-দুধে থাকলে লেবুকুমার হবি, আলতা কাত্তিক হবি, এই ফেলা চাটুজ্জে হতে পারবি নে, ছ-মাস শুধু খালি হাতে ডন-বোট্‌কি, আর দুলে-র মালিশ, তারপর তোর মা পর্যন্ত তোকে দেখে ঘোমটা টানবে যেন বাইরের কেউ এয়েচেন, আর আগ্রার দিকে যদি কখনো যাস তো আমাদের মেন অফিসে ছোট নেতাইয়ের ফটোখান দেখে আসিস, জাতে ছেল কৈবর্ত, পাইকেরেদের ঝুড়ি থেকে কড়ে আঙুল কান্‌কোয় ঢুকিয়ে বাইশ কেজি কাতলা তুলতে পারতো, তা সেই উঠতি বয়েসে উনি বাই ধরলেন তাজমহল দেখবেন, দ্যাখ্ তোর ঐতিহাসিক স্থান, সান্নিপাতিক, দু-দিনের মাথায়, যাকে বলে কিনা প্রবাসে দৈবের বশে, কার লেখা আঁচ কর দেখি, কার আবার, আমাদের রোববাবুর, কুস্তি শিখেছিলেন, উনি, মানে রবিবাবু, রেগুলার সাহিত্যচর্চা করতেন

১৯.

বন্ধু, তোমার হাতের উপর হাত রাখলেই আমি টের পাই তোমার বাজারে অনেক দেনা, ছেলেটা উচ্ছন্নে গেছে, মেয়ে রাত করে বাড়ি ফেরে, আজ যা-বলার আছে তুমি আমাকেই বলো, স্ত্রীর মুখরতার কথা বলো, সহকর্মীদের শঠতার কথা বলো, রাতে ঘুম হয় না সেই কথা বলো, আর যদি কাঁদতেই হয় তবে এই কাঁধে মাথা রেখে কাঁদো বন্ধু

২০.

যখন বিকেলবেলায় লোকে সিঙারা খায়, জিলিপি খায়, জলকচুরি খায়, চায়ের দোকানে ভিড় করে আর রোল-কর্নারে দাঁড়িয়ে পড়ে, যখন কফি-শপ-য়ে জল ফোটে, উষ্ণ নুডল ঝরে গরম তাওয়া থেকে, যখন ক্যাসেটের দোকানে ঝলমলে গান বেজে ওঠে, যখন চুলবাঁধা ফিতেটা দাঁতে চেপে মেজদি ছাদের আকাশের দিকে চেয়ে দ্যাখে— ওমা, ও'রা সবাই এসে গেছেন, পড়ন্ত আলোর দেবতা, কমলেকামিনী, রাত্রির কিন্নর, বরাহ অবতার, রাক্ষসদল, অশ্বিনীকুমার দু-জন, তাঁদেরও আড়ালে মারাঙবুরু পাহাড়ের সিঁদুরমাখা পাথরখণ্ড, শিরিষগাছের ঝুলন্ত নরদেহ, গায়ে আগুনলাগা অসুরপত্নী— তখন এই পুণ্য শহর কলকাতার উপর, সবাইকে নমস্কার জানাতে জানাতে, ধীরে ধীরে, অন্ধকার নেমে আসে

২১.

নোটো পাখির ডাক তো শোনো নি, শুনলে বুঝতে— এইভাবে সে আমাকে ভয় দেখায়, আমিও ভয় পেতে ভালোবাসি— কামড়ে ধরে না ? তোমার ঐ পাখি ধারালো নখে আঁকড়ে ধরে না ? —কী বলছ, ও ভয়ঙ্কর পাখি ছিঁড়ে খায়, খুবলে নেয়, আঁচড়ে দেয়, মারাত্মক বিষ তার নখে, জিভে, ইয়ারকি কোরো না, সামনে পড়লে বুঝতে— ক্রমে তার অন্ধকার ফিসফিসানি শেষ হয় এবং ঘুমের আগে আমি নিজেই নিজের ভয়-পাওয়ার মাত্রা বাড়িয়ে চলি, আহা একবার যদি ঐ পাখি কামড়ে ধরতো তবে আমার এই ভাঙা পা-টা বুঝি জোড়া লেগে যেত, আমার যকৃতের অম্লশূল তো সে-পাখির ঠোঁটের ছোঁয়া না লাগলে ভালোই হতে পারে না, আর এই ট্যারা চোখ দুটোকে কে সমান করবে ঐ পাখির রক্তাক্ত নখগুলো ছাড়া, কিন্তু আমার এই প্রকাণ্ড মাথা, তার হারামজাদা বুদ্ধিবৃত্তি, তার শুয়োরের-বাচ্চা বিবেচনাবোধ এ-সব নোটো পাখি ছুঁয়েও দেখবে না আমি জানি, সেগুলোর কোনও ব্যবস্থা করতে হলে আমাকে শেষ পর্যন্ত পকেটের পয়সায় ডাক্তার দেখাতে হবে, হয়ত ভেলোরেও যেতে হতে পারে দু-এক মাসের মধ্যে

২২.

ছোটো, চাকালাগানো, তেপায়া, ফোল্ডিং, হাল্কামতো, টেনে নিয়ে যাওয়া যায়, ঘরে ঘরে, বারান্দায়, বেডসাইডে, ট্রলি জাতীয়, মাঝারি মাপে, একটু বড়, দাম বেশী, খুলে ব্যাগেও ভরে নেওয়া যেতে পারে, ঐভাবে আসে, দোকানে বা ডাকযোগে, নিজেদের জুড়ে নিতে হয়, দক্ষতার প্রয়োজন নেই, একটা ছোট রেঞ্জ হলেই হল, মেয়েরাও পারে, বাস-স্নে পায়ের কাছে নামিয়ে রাখা যায়, মানে ঐ কার্টন, বাড়িতে এনে খোলা এবং জোড়া, গায়ে দাম ও সাইজ লেখা, রঙ নীল ও সাদা, (লালটা বাজারে আসে নি, এসে যাবে) একটি মেয়ের ছবি, হাসিমুখ, কোথায় যেন দেখেছি, লিরিল কি, জুড়ে ফেলেছে, দু-হাত উপরে তুলে আনন্দ প্রকাশ করছে, মেয়েটি, ঐ বাক্সের, ছবি, উল্টালে ফলঝুড়ি, আনারস, কালো আঙুর, একগুচ্ছ দানাদার শস্য, ছবি আরকি, উপচে পড়ছে, পাশেই সুরাপাত্র ভৃঙ্গার হাফ চুমুক সাকীগেলাস, সরবত কি, আশ্চর্য, রোগীর মাথার কাছে, আরেকটি ছবি, অষুধ, নাইটল্যাম্প, অ্যালার্মঘড়ি, বাক্সের আরেক পিঠে, একটু বেঁকে, ওরালি (বোম্বে), খুকি কেমন সুন্দর লেখাপড়া করছে, খাতা-বই-রুলার, অঙ্ক কষছে, বাহবা, উত্তর মিলেছে, ঐ ছবিতে এবং আরেকটু ঘোরালেই, অর্থাৎ চতুর্থ দিকে, ঐ বাক্সে, প্রস্তুতকারক বাবাসাহেব অরোরা-র গোঁফে তা দেওয়া রেখাচিত্র, ধর্মভীরু ওম্ এনটারপ্রাইজ, বোম্বে (ওরালি) প্রথম ভারতীয় প্লাস্টিক আসবাবের জনক, ঐ বাবা, কিনে ফেলি তাহলে, রক্ষে করো বাবা, এইটুকু ফ্ল্যাটে আবার একটা টেবিল, আমরা কি সাহেব

২৩.

বৃষ্টি নামল আর আমিও এক আশ্চর্য সত্যকে আবিষ্কার করলুম, দেখলুম, এই লাইনটানা পাতার উপর বড় বড় ফোঁটায় জল ঝরছে, গত মাসের মুদীর হিসেবের সঙ্গে আমার ছোট ছেলের ক্লাস-পরীক্ষার নম্বর বেমালুম মিশে গেল, পাটনা যাতায়াতের ট্রেনভাড়ার অঙ্ক কালো সুতোর রেখায় ভেসে চলেছে, গৌতমের টেলিফোন নম্বর আর কি কেউ পড়তে পারবে, ও-টি এখন এক নীল পুষ্করিণী, আমার অবচেতন মন যা যা চেয়েছিল তার প্রতিটি রহস্য দেখছি এই গ্রীষ্মশেষের বৃষ্টি কোনও এক কৌশলে জেনে ফেলেছে, সে এর চেয়ে বেশি কিছু জানে কিনা ভাবতেও ভয় হয়

২৪.

আমিষ, তুমি প্রশংসনীয়
ফল, তুমি লোকায়তিক
বচসা, তুমি বিদ্যুতবাহী
আমি গীতময় এক সৃষ্ট জগত

চঞ্চলতার নামগানে ভাসি
কৃষিকাজ আমি নিভৃতে জেনেছি
নিরামিশাষীর মুখোমুখি এই
উদ্ভিদপ্রাণ রটনা গাছটি

নটেশাক, তুমি অকূলপাথার
বুনো ওল, তুমি আমাকে বলো
সত্যবাদিতা কেমন আধার
মাটির নিচের শিকড়বাকড়

ছোটোভাবে হাসি, নিজেকে বোঝাই
'তুমি দেহাতীত, কূটভাবনার
প্রাকারসন্ধ্যা, বিরতযুদ্ধ,
দুর্গ অটুট, অস্ত্র অটুট,

তুমি পাখিপ্রাণ, তুমি উদ্ভিদ,
কৌশল আর কুশলতা টিয়া
নাও, খুঁটে খাও পুরাপিতাদের
হাতে-ধরা ফল রক্তঠোকরে।'

২৫.

ওঠো প্রাণ, জেগে ওঠো প্রত্যন্তপ্রদেশে,
খোলামেলা হাসিগানে, কালীপ্রসন্নের শ্লেষে,

জেগে রও দিনমান কর্মে ও ভাষায়
বৃষ্টিনাশা ধানক্ষেতে যতদূর চোখ যায়

কাঁঠাল ছায়ায় জন্মে, কাঁঠালছায়ায়
বঙ্কিমের প্রেতাত্মা লুটোপুটি যায়

দীনবন্ধু সৌধে চড়ে, হরিশে মধুপ
ঈশ্বর চেনালে ভাষা, আলোড়িত কূপ

শিবনাথে নমস্কার, প্রণাম ভগিনী
জোড়াসাঁকো ধূলিকণা স্বর্ণতৌলে কিনি

রয়েছেন এঁরা সব প্রাতঃস্মরণীয়,
পিতৃকুল মাতৃকুল পরম্পরাপ্রিয়,

গেয়েছি সামান্য গান, হয়েছি উদ্বেল
পাঠান্তে দান্তে-কবি, আর্নো দানিয়েল

শত নাম উহ্য থাকে স্মরণসকাশে
শ্রেয়োতর অন্তমিল সহজে না আসে

জাগো প্রাণ, তুষ্ট হও, যদি চাও আরো
কঠিন বিচারে এই বিহগে বিচারো

রেখেছে শারদশশী নৌকা ভাসমান
বিচারান্তে নিয়ে যাবে পশ্চিম মশান